কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
সরেজমিন উইং
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫
(www.dae.gov.bd)

স্মারকলিপি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে চলতি **"পৌষ -১৪৩০ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়" শীর্ষক** লিফলেট এতদসংগে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো । এ লিফলেটটি মুদ্রণ করে আপনার অঞ্চল / জেলার কৃষক ভাইদের মাঝে ব্যাপক ভাবে প্রচার করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো এবং এ বিষয়ে অগ্রগতির প্রতিবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে প্রেরণ করার জন্য বলা হলো।

সংযুক্ত: **" পৌষ -১৪৩০** মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়" -১ (এক) পাতা।

১১/১২/২০২৩
পরিচালক
সরেজমিন উইং
ফোনঃ ৫৫০২৮৪০৩
১১/১২/২৩

স্মারকনং- ১২.১০.০০০০.০০৪.১৬.০৫২.১৩(৩য় অংশ)/ ৪৪৮০ তারিখ: ১১/১২/২০২৩খ্রি.

অনুলিপিঃ জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে-

১।পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং/ হর্টিকালচার উইং /প্রশিক্ষণ উইং / উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং / উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং / ক্রপস উইং / পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২।পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। (প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর.. অঞ্চল (১৪টি)।
৪। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর... (জেলা সকল)।
৫। উপপরিচালক, (আইসিটি ব্যবস্থাপনা), পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। (লিফলেটটি ডিএই এর ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধসহ)।
৬। অতিরিক্ত উপপরিচালক, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, সরেজমিন উইং,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা। (লিফলেট টি ই-মেইল যোগে সকল অতিরিক্ত পরিচালক ও উপপরিচালক, ডিএই বরাবরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে বলা হলো)।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৩। অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মহোদয়ের একান্ত সচিব,কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।
৫। অফিস কপি।

পৌষ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়

পৌষ শীতের প্রথম মাস। প্রকৃতির হিমশীতল আমেজ, পিঠাপুলির ধুম, খেজুর গুড়ের পায়েস, মাঠ প্রান্তরে কুয়াশা ঢাকা সন্ধ্যা, বিন্দু বিন্দু শিশির জমা সকাল -দুপুর, বিকাল অন্যরকম আমেজ এনে দেয় জীবন পরিক্রমায়। বাংলার মানুষের মুখে অন্ন যোগাতে শীতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় লেপের উষ্ণতাকে ছুড়ে ফেলে আমাদের কৃষক ভাইরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন মাঠের কাজে। আসুন সংক্ষেপে আমরা জেনে নেই পৌষ মাসে করনীয় বিষয়গুলো।

বোরো ধান

- পৌষ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বোরো ধানের বীজতলা তৈরী করা যাবে। তীব্র শীতে বীজতলা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে শুকনো বোরো বীজতলা তৈরি করুন।
- অতিরিক্ত ঠান্ডার সময় দিনের বেলা বীঝ তলা স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে এবং রাতের বেলা তুলে ফেলতে হবে। রাতের বেলা তুলে ফেলতে হবে| বীজতলায় চারাগাছ হলদে হয়ে গেলে প্রতি বর্গমিটারে ৭ গ্রাম ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। এরপর ও যদি চারা সবুজ না হয় তবে প্রতি বর্গকিমিটারে ১০ গ্রাম করে জিপসাম দিতে হবে। বোরো ধানে বীজতলার প্রয়োজনীয় পরিচযা করুন।
- পৌষ মাস বোরো ধানের জন্য জমি প্রস্তুত করার উপযুক্ত সময়। বোরো ধান রোপণের ক্ষেতেনির্দিষ্ট দূরত্বে (২০ সে. মি. ×২০ সে.মি) চারার বয়স ৩০ দিন হলে মূল জমিতে রোপন ককুর। চারা রোপনকালে শৈত্য প্রবাহশুর হলে কয়েক দিন দেরী করে চারা রোপন করুন।
- বোরো ধান রোপনের পর শৈত্য প্রবাহ দেখা দিলে জমিতে ৫-৭ সেন্টিমিটরি পানি ধরে রাখুন।
- বোরো ধানের চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর প্রথম কিস্তি এবং ৩০-৪০ দিন পর দ্বিতীয় কিস্ত হিসেবে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

গম

- গমের জমিতে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ এবং প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হবে।
- চারার বয়স ১৭-২১ দিন হলে গম ক্ষেতের আগাছা পরিস্কার করে বিঘা প্রতি ১২-১৪ কেজি অথবা এইজেড অনুসারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে এবং সেচ দিতে হবে। গমের জমিতে যেখানে ঘন চারা রয়েছে সেখানে কিছু চারা তুলে পাতলা করে দিতে হবে।

ভুট্টা

- ভুট্টার সাথে সাথী বা মিশ্র ফসলের চাষ করে থাকলে সেগুলোর প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করতে হবে।
- চারা গাছের উচ্চতা ১০-১৫ সেন্টিমিটার হলে ১৫-২০ দিন পর পর ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- গোড়ার মাটির সাথে ইউরিয়া সার ভালো করে মিশিয়ে দিয়ে সেচ দিতে হবে।
- ভুট্টা ক্ষেতের গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে। দুই সারির মাঝে সার দিয়ে কোদালের সাহায্যে মাটি কুপিয়ে সারির মাঝের মাটি গাছের গোড়ায় তুলে দিতে হবে। ১০-১২ দিন পরপর এভাবে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে না দিলে গাছ হেলে পড়বে এবং ফলন কমে যাবে।
- এ সময় ভট্টা ক্ষেতে পোকা-মাকড় ও রোগের আক্রমন দেখা দিতে পারে। নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন এবং Fall army worm পোকাসহ অন্যান্য পোকামাকড় পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

আলু

- আলু গাছের উচ্চতা ১০-১৫ সেন্টিমিটার হলে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- আলু ফসলে নাবি ধ্বসা বা মরক রোগ দেখা দিতে পারে। রোগ দমনে ২ গ্রাম ডায়থেন এম ৪৫ অথবা সিকিউর অথবা ইন্ডোফিল প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে অথবা যেকোন অনুমোদিত মেনকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক ৭ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।
- নাবি ধ্বসা বা মড়ক লাগা জমিতে সেচ দেওয়া বন্ধ রাখতে হবে।
- তাছাড়া আলু ফসলে মালচিং, সেচ প্রয়োগ, আগাছা দমনের কাজ গুলোও করতে হবে।
- আলু গাছের বয়স ৯০ দিন হলে মাটির সমান করে গাছ কেটে দিতে হবে এবং ১০ দিন পর আলু তুলে ফেলতে হবে।
- পর ভালো করে শুকিয়ে বাছাই করতে হবে এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে

শীতকালিন সবজি

- ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, মুলা এ সব বড় হওয়ার সাথে সাথে চারার গোড়ায় মাটি তুলে দিন। চারার বয়স ২-৩ সপ্তাহ হলে সারের প্রথম উপরি প্রয়োগ সম্পন্ন করুন। সবজি ক্ষেতের আগাছা, রোগ ও পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণ করুন। এক্ষেত্রে সেক্স ফেরোমেন ফাঁদ ব্যবহার করতে পারেন। প্রতি বিঘা জমির জন্য ১০-১৫টি ফাঁদ স্থাপন করতে হবে

ডাল ও তেল ফসল

- এ মাসে রোপণকৃত ডাল ফসলের যত্ন নিন। সারের উপরি প্রয়োগ, প্রয়োজনে সেচ, আগাছা পরিষ্কার, বালাই ব্যবস্থাপনাসহ সবকটি পরিচর্যা সময়মত সম্পন্ন করুন।

এ মাসে তেল ফসলে (সরিষা, তিল, তিসি ও সূর্যমুখী) যত্ন নিলে কাংখিত ফলন পাওয়া যাবে।

পেঁয়াজ

- কন্দ পেঁয়াজের কলি ভেঙ্গে দিতে হবে। চারা রোপনকৃত পেঁয়াজের উপরি সার প্রয়োগসহ অন্যান্য পরিচর্যা করতে হবে।

ফল-বৃক্ষ:

- বর্ষায় রোপন করা ফল, ঔষধি বা বনজ গাছের যত্ন নিন। গাছের গোড়ায় মাটি আলগা করে দিন এবং আগাছা পরিষ্কার করুন। প্রয়োজনে গাছকে খুঁটির সাথে বেঁধে দিন ও গাছের গোড়ায় পানি ধরে রাখার জন্য জাবরা প্রয়োগ করুন।
- এ মাসে খড়-কুঁটা, পাতা, আগাছা, কচুরিপানা দ্বারা মাটির উপরের স্তরে মালচিং করলে মাটির রস মজুদ থাকে।

তাছাড়া কৃষির যে কোন সমস্যায় উপজেলা কৃষি অফিস অথবা কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে কল করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন।

১৭/১২/২০২০